শহর ও জেলার খবর

নারদকাণ্ডে প্রাথমিক অনুসন্ধান না হলে উদ্দেশ্য জানা অসম্ভব : হাইকোর্ট

আদালত সংবাদদাতা— নারদকাণ্ডের সত্যতা জানতে প্রাথমিক অনুসন্ধান না হলে উদ্দেশ্য জানা কী করে সম্ভব? বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিশীথা মাত্রে এই প্রশ্ন তোলেন। প্রধান বিচারপতি বলেন, 'ম্যাথু ভালো নয় ধরলাম, কিন্তু যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁদের স্বচ্ছতা জানা দরকার নয় কি?'

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিশীথা মাত্রে ও বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর এজলাসে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, প্রাথমিক অনুসন্ধান করার ব্যাপারে আদালত নথি ছাড়া কী করে নির্দেশ দেবে? মিডিয়া ও ভিডিও ছাড়া অন্য কোনও প্রমাণ নেই। অনুসন্ধান করতে হলে থানা করবে। সুপ্রিম কোর্টে একাধিক রায়ে তা উল্লেখও আছে। যাঁদের বিরুদ্ধে ম্যাথুর অভিযোগ, তাঁরা সকলেই হলফনামা দিয়ে অস্বীকার করেছেন। ম্যাথু পাল্টা হলফনামা দেননি। কোথাও ম্যাথু বলেননি যে, সাংসদ ও বিধায়করা তাঁর কাছে টাকা দাবি করেছেন। সুতরাং প্রাথমিক অনুসন্ধান করার প্রয়োজন আছে। কল্যাণবাবু বলেন, একটা রাজনৈতিক দলকে হেয় করার জন্য ম্যাথু ২০১৪ সালের ভিডিও ২০১৬ সালে প্রকাশ করেন। প্রথমে বিজেপি অফিসে ম্যাথুর বিডিও প্রকাশ করা নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন হয়। তারপর হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। নির্বাচনের সময় সকলেই ব্যস্ত ছিলেন। ম্যাথুর বিডিও নিয়ে সাংসদরা মুখ খোলেননি। হলফনামা দিয়ে তাঁরা পরে জানিয়েছেন, পুরোটাই সাজানো। টাকা তাঁরা নেননি।

আইনজীবী বলেন, 'ম্যাথুর কি দায়িত্ব ছিল না কোনও থানায় এফআইআর করা সাংসদ ও বিধায়কদের বিরুদ্ধে? প্রশাসন তখন নির্বাচন কমিশনের হাতে। আইনে পরিষ্কার বলা আছে, স্টিং অপারেশনের পর এফআইআর একান্ত প্রয়োজন।' এরপর কল্যাণবাবু আরও বলেন, অপরাধ হয়েছে কিনা, তা জানতে তদন্ত হতেই পাবে, কিন্তু সিবিআই নয়। উত্তরে অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিশীথা মাত্রে বলেন, যেসব ব্যক্তির নাম জড়িয়েছে, তার ফলেই নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে স্বাধীন সংস্থার কথা বলছি। এখনও এই মামলার শুনানি বাকি। আগামী বুধবার হবে ফের শুনানি।

কুঠিঘাট-উদ্যানবাটি-বেলুড়-দক্ষিণেশ্বর নিয়ে হবে সার্কিট জলপথ : শুভেন্দু

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১২ জানুয়ারি-- স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৫তম জন্মদিবসে কুঠিঘাট, উদ্যানবাটি, বেলুড় মঠ এবং দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত নতুন সার্কিট জলপথ চালুর প্রস্তাব ঘোষণা করা হল সরকারি তরফে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বেলুড় মঠে আয়োজিত ৩৩-তম জাতীয় যুবদিবসের অনুষ্ঠানে এসে এই সরকারি প্রস্তাবের কথা ঘোষণা করেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা ইতিমধ্যেই বেলুড় মঠের প্রবেশদ্বার থেকে কামারপুকুর, জয়রামবাটী আধুনিক সুবিধাযুক্ত বাস পরিষেবা চালু করেছি। আরেকটি কর্মসূচি আমরা নিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পরিবহণ দফতরের জলপথ বিভাগ থেকে যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা হল কুঠিঘাট, বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর, উদ্যানবাটি পর্যন্ত একটি সার্কিট জলপথ চালু করা হবে যা নিয়ে আমাদের প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এটা আমরা বেলুড় মঠের সাধারণ সম্পাদকের হাত দিয়েই সূচনা করাতে চাই। শুভেন্দুবাবু বলেন, মুখ্যমন্ত্রী এ রাজ্যের দায়িত্ব নেওয়ার পরে এই যুবদিবসকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্য এই মুহূর্তে বিবেকময় হয়ে গেছে। সর্বত্র প্রভাতফেরি আলোচনাচক্র প্রভৃতি নানা ধরণের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা বিশ্ববন্দিত যুব সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দকে প্রণাম জানাচ্ছি। আমাদের জীবনের স্বামী বিবেকানন্দের যে প্রাসঙ্গিকতা এবং তাঁর যে বাস্তবধর্মী নীতি আদর্শ তা আমাদের কাছে পাথেয়। আমরা যদি এর এক শতাংশও গ্রহণ করতে পারি তাহলে মানবকল্যাণে আমরা যথাযথ কাজ করতে পারব। স্বামীজী এই মঠ মিশন তিনি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন মূলতঃ সেবাদান, শিক্ষাদান এবং আর্ত মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবার মধ্যে দিয়ে তাঁদের কল্যাণের জন্য। আজকে এই মঠ ও মিশন গোটা বিশ্বে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। সারা পৃথিবীব্যাপী তার বিস্তার ঘটেছে। আজকে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে আমরা যারা এই প্রজন্মের জনপ্রতিনিধি হয়েছি মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ পেয়েছি আমরা মূলত স্বামীজী সম্পর্কে বিভিন্ন নামী লেখার বই পড়ে সমৃদ্ধ হয়েছি। স্বামী বিবেকানন্দ সবসময় মানবতার কথা বলে গেছেন। শিব জ্ঞানে জীব পূজা একথা তিনি বলতেন। তিনি নারী শিক্ষার কথা বলে গিয়েছিলেন। আমরা ধন্যবাদ জানাতে পারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কারণ স্বামীজীর যে ভাবনা নারীদের শিক্ষিত করো তিনি কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু করার মধ্য দিয়ে এই বাংলায় এক নবজাগরণ এনে দিয়েছেন মহিলাদের শিক্ষিত করবার জন্য। তাই ধন্যবাদ আমরা জানাতে পারি এই কারণে। কলকাতার মহানাগরিক মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমরা আজ খুশি যে দিদি রেলমন্ত্রী থাকাকালীনই হোক বা মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সবসময়ই বেলুড় মঠের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এখানে রেলের টিকিট কাউন্টারই হোক, কিংবা পরিচ্ছন্নতার কাজই হোক যত অসুবিধাই থাকুক উনি সেই কাজ করে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগেই কলকাতায় স্বামীজীর বাড়িরর সংস্কার করা হয়েছে। ভগিণী নিবেদিতার বাড়ি নিয়ে বহু টানাপোড়েন থাকা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সেই বাড়ি আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে তুলে দিয়েছি। দার্জিলিংয়ে নিবেদিতার বাড়িও তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে তুলে দিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দের যখন ১৫০তম জন্মদিবস হয়েছিল সে সময় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি চেয়ার বিবেকানন্দের নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল। ভারতের সরকার হয়তো আজকের দিনটাকে জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পালন করেছে সেই দাবির ভিত্তিতেই। রামকৃষ্ণ মিশনের জন্য যে কথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ভেবেছেন তা কেউ কোনওদিন ভাবেনি। রামকৃষ্ণ মিশনের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ই হোক কিংবা স্বাধীন সংস্থা অর্থাৎ অটোনোমাস বডি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে যা মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া আর কেউ ভাবেননি। উল্লেখ্য, এদিন ১২ জানুয়ারি, স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব দিবসের দিনটি জাতীয় যুবদিবস হিসেবে সারাদেশে পালিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে হাওড়ার বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই লক্ষাধিক ভক্ত সমাগম হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মঠের তরফ থেকে। দুপুরে মাঠে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, শোভন চট্টোপাধ্যায়। সকালে প্রভার ফেরি অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী, ভক্তবৃন্দ ও বিবেকানন্দ অনুরাগীরা তাতে অংশগ্রহণ করেন। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠান হয় বেলুড় মঠে।

গ্রামীণ উন্নয়নে রাজ্য পঞ্চায়েত সম্মেলনে নতুন দিশার সন্ধান দেবেন মমতা

দেবাশিস দাস

পঞ্চায়েত নির্বাচনের এখনও ঢের দেরি। কিন্তু তার আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছানুসারে দুদিন ধরে রাজ্য পঞ্চায়েত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ফেব্রুয়ারি মাসের ৩ এবং ৪ তারিখ এই সম্মেলন হবে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। রাজ্যের আঠারোটি জেলা পরিষদের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে নির্বাচিত সদস্য এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যাতে এই সম্মেলনে যোগদান করতে পারেন সে বিষয়ে রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের পক্ষ থেকে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এই দফতরের বিশেষ সচিব ডি কে পাল জানুয়ারির ৬ তারিখ রাজ্যের প্রতিটি জেলার জেলাশাসক, সভাধিপতি, সহ- সভাধিপতি, অতিরিক্ত জেলাশাসক (পঞ্চায়েত), বিডিও, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধানদের এ বিষয়ে একটি নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন। সেই নির্দেশিকায় রাজ্য পঞ্চায়েত সম্মেলন সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষভাবে অবহিত করা হয়েছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের রাজ্য পঞ্চায়েত সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়েছে। যারা দূরবর্তী জেলাগুলি থেকে আসবেন তাঁদের সম্মেলনের আগের দিন ফেব্রুয়ারির ২ তারিখ কলকাতায় চলে আসার জন্য বলা হয়েছে। দূরবর্তী জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিদের থাকার ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। ৩ তারিখ সকাল দশটায় এই সম্মেলন শুরু হবে। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন বিকেল চারটের মধ্যে এই সম্মেলন শেষ হওয়ার কথা। কীভাবে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ দিতে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আসবেন সে বিষয়ে একটি রূপরেখা তৈরি করে রাজ্যের প্রতিটি জেলার জেলাশাসকদের রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরে বিশদে জানানোর জন্য বলা হয়েছে পাঠানো নির্দেশিকায়। দূরবর্তী জেলার প্রত্যন্ত পঞ্চায়েত থেকে যারা এই সম্মেলনে যোগ দেবেন তাঁদের সংখ্যা কত এবং তাঁদের কতজনের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে সে বিষয়ে আগেভাগে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরকে অবহিত করার জন্য বলা হয়েছে। কলকাতা সংলগ্ন জেলাগুলি যেমন উত্তর চব্বিশ পরগণা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলির জেলাশাসকদের বলা হয়েছে কমপক্ষে ২০০০ জনপ্রতিনিধির থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে। এই চার জেলার জেলাশাসককে সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিরা যাতে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সহজেই পৌঁছতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে জেলাশাসক, জেলাসভাধিপতিদের পাঠানো নির্দেশিকায় ২০১১ - ১৬ এবং চলতি আর্থিক বছরে প্রতিটি জেলায় উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কী হয়েছে সে বিষয়েও বিশদে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করার কথা জানানো হয়েছে।

রাজ্য পঞ্চায়েত সম্মেলনের প্রধান বক্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে সরকার চালানো তাঁর না পসন্দ। সে কারণে তিনি রাজ্যের প্রতিটি জেলায় বেশ কয়েকবার গিয়েছেন উন্নয়নে গতি আনার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর জেলা সফরে সামিল করেছেন মন্ত্রিসভার সদস্যদের পাশাপাশি দফতরের আমলাদেরও। সাধারণ মানুষ তাঁর সরকারের উন্নয়নের সুফল থেকে যাতে কোনওভাবে বঞ্চিত না হন জেলাশাসকদের এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সে কারণে চোখে দেখা যায় এমন উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকারের হাত ধরে। জঙ্গলমহল ও পাহাড়ের প্রত্যন্ত এলাকায় পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ছাড়া এমন অনেক কিছু উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে যা বিগত বাম সরকারের আমলে কষ্টকল্পিত ছিল। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা হচ্ছে গ্রামীণ সরকার গড়ার চাবিকাঠি। গ্রামে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা নেহাতই কম নয়। সেই সব প্রান্তিক মানুষজন যাতে মমতার সরকারের উন্নয়নের স্বাদ থেকে বঞ্চিত না হন যে কোনওভাবে তা নিশ্চিত করতেই রাজ্য পঞ্চায়েত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে রাজ্য পঞ্চায়েত সম্মেলন নতুন দিশার সন্ধান দেবে এমনটা বলা যেতেই পারে।

ব্রিগেডে সভার অনুমতি না পাওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ আরএসএস

নিজস্ব প্রতিনিধি– ব্রিগেডে জনসভার জন্য কলকাতা পুলিশের ছাড়পত্র পেল না আরএসএস। বলা যেতে পারে এই জনসভার অনুমতিই দেয়নি কলকাতা পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাজ্যের আরএসএসের সদর দফতরে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। এই চিঠিতে বলা হয়েছে যে যেহেতু ১৪ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তি সেহেতু পর্যাপ্ত পুলিশ কর্মী না থাকার কারণে সভার ছাড়পত্র দেওয়া যাবে না বলে জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, ১৪ জানুয়ারি ব্রিগেডে সভা করার কথা ছিল সংঘ চালক মোহন ভাগবতের। তাই এই বিষয়ে আজ ফের কলকাতা উচ্চ আদালতের সিঙ্গল বেঞ্চে এই বিষয়ে মামলা করল আরএসএস। প্রসঙ্গত এর আগেও শহিদ মিনারে সভা করার অনুমতি দিয়েছিল কলকাতা পুলিশ। এরপর রাজ্য আরএসএস নেতৃত্বকে জানানো হয় প্যারেড ও সভা একসঙ্গে চলার জন্য শহিদ মিনার অনুকুল না। তাই আরএসএসের পক্ষ থেকে ব্রিগেডে সভা করার অনুমতি চাওয়া হয়। কিন্তু অভিযোগ প্রথমেই সেই অনুমতি দিয়ে চায়নি কলকাতা পুলিশ। এরপর বাতিল করা হয় ব্রিগেডে সভা করার অনুমতিও। এরপর বুধবার আদালতের দ্বারস্থ হয় আরএসএস নেতৃত্ব। এবিষয়ে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি নির্দেশ দেন কলকাতা পুলিশের কমিশনার ও যুগ্ম কমিশনার অনুমতি দিলে সভা করা হবে ব্রিগেডে। এরপর বৃহস্পতিবার পুলিশের পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে সেই আবেদন নাকচ করার ফলে ফের কলকাতা উচ্চ আদালতের সিঙ্গল বেঞ্চে মামলা করল আরএসএস।

বাবুঘাট পরিদর্শনে মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি– রাত পোহালেই গঙ্গাসাগর মেলা। সাধু সন্ন্যাসী থেকে শুরু করে পূণ্যার্থীদের অনেকেই ভিড় জমিয়েছে বাবুঘাট সংলগ্ন এলাকায়। এই তীর্থযাত্রীদের দেখার জন্য বৃহস্পতিবার বাবুঘাট ও বাজে কদমতলা ঘাট পরিদর্শন করেন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। পূণ্যার্থীদের সুবিধা অসুবিধার পাশাপাশি ঘাটগুলির স্বচ্ছতার বিষয়েও পুরকর্মীদের কড়া নির্দেশ দেন তিনি। সন্ন্যাসীদের হোমের কাঠ, ফুলের মালা কোনওভাবেই যাতে ঘাটে পড়ে থেকে দূষণ না ঘটায় তারজন্য কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দফতরের কর্মীদের সতর্ক করেন মেয়র। অনেক সময় দেখা যায় হোমের কাঠ, ছাই ঘাটে ফেলে দেওয়া হয় যারফলে দূষিত হয় গঙ্গা। এবার এই দূষণ রুখতেই মেয়রের এই পদক্ষেপ।

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড
রেজি. অফিস : ৪০৯, সোয়াইকা সেন্টার, ৪এ, পোলোক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.) ৭০০ ০০১, ফোন : ০৩৩-২২৩৪২৬৭৩
ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com
ইমেল : info@dynamicarchistructures.com
CIN : L45201WB1996PLC077451

এতদ্বারা ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৭(১) অধীনে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত কোম্পানির তৃতীয় তিনমাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য সোমবার ২৩ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখ সকাল ১০.০০টায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে ডিরেক্টর বোর্ডের এক সভা অনুষ্ঠিত হবে। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com দেখুন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
দানমাল পরওয়াল
চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৯ জানুয়ারি, ২০১৭

সেন্ট্রাল গর্ভনমেন্ট,
কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
২০০৮ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইন, ২০০৮ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ১৩(৩) ধারা এবং ২০১২ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ রুলসের রুল ১৭(৪) অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
লম্বদর অ্যাডভাইসরি এলএলপি, রেজিস্টার্ড অফিস ১০, দিগম্বর জৈন টেম্পল রোড, কলকাতা - ৭০০০০৭, সম্পর্কিত
.... **দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ চুক্তি অনুযায়ী এলএলপি রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে ছত্তিশগড় রাজ্যে"** স্থানান্তর নির্ধারণ উদ্দেশ্যে ২০০৮ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে দরখাস্ত দাখিলের প্রস্তাব করছে।
সংশ্লিষ্ট এলএলপি'র রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত স্থানান্তরের কারণে কোনও ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ দিনের মধ্যে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ, নিজাম প্যালেস, II-এমএসও বিল্ডিং, ৩য় তল, ২৩৪/৪, এ. জে. সি. বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০-এর নিকট রেজিস্টার্ড ডাকে বা সরাসরি পাঠাতে পারেন এবং একটি কপি দরখাস্তকারী এলএলপি'র উল্লিখিত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

স্বা/-
রাহুল আগরওয়াল
ডেজিগনেটেড পার্টনার
DPIN: 02391601
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১২.০১.২০১৭

সর্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কনজিউমার / সর্বসাধারণদের জানানো হচ্ছে যে এই নোটিসের তারিখ থেকে তিন সপ্তাহের সমাপ্তির পরে নিম্নলিখিত কারণের জন্যে আমরা কাছে নিম্নলিখিত ব্রডকাস্টার্সদের চ্যানেল আমরা দেখাবোর অধিকার নয়:-

প্রদেয় পরিমাণ পরিশোধ না করার জন্যে

1. **Allied Infotainment Pvt. Ltd. - Channel Name:** News 24; E 24; Darshan 24 - **Areas Covered:** All India DAS Notified Areas
2. **New Delhi Television Ltd. - Channel Name:** NDTV 24x7; NDTV Profit; NDTV Goodtimes - **Areas Covered:** All India DAS Notified Areas

চুক্তির স্বাক্ষর না হওয়ার জন্যে

3. **Asianet News Network Private Ltd. - Channel Name:** Asianet News - **Areas Covered:** All India DAS Notified Areas

জারি করেছে:
hathw@y
Hathway Cable & Datacom Ltd.
'Rahejas' 4th Floor, Corner of Main Avenue and V.P. Road, Santacruz (West), Mumbai-400 054

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
তা বন্দ্যোপাধ্যায় -এর অনুপ্রেরণায়

হাওড়ার ডোমজুড়ে বিবেকানন্দ জন্মতিথি পালন উৎসবে সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংশোধনাগারে বন্দির মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, বীরভূম, ১২ জানুয়ারি-- সংশোধনাগারে এক বিচারাধীন বন্দির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে এলেন বর্ধমান রেঞ্জের আইজি (কারাগার) বিপ্লব দাস। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে তিনি জানান। কোনও কর্মীর কর্তব্যে গাফিলতি থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে মৃত ব্যক্তির পরিবার কিভাবে মৃত্যু হল তার তদন্ত চেয়েছেন। উল্লেখ্য, সিউড়ির সংশোধনাগারে বুধবার বন্দি প্রশান্ত বড়ালের (৬৩) অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। কর্তৃপক্ষের দাবি, মানসিক অবসাদেই ওই ব্যক্তি জেল চত্বরের গাছে উঠে ঝাঁপ দেন এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিপ্লববাবু বলেন, ওই ব্যক্তি ঘটনার দিন আচমকা গাছে উঠে যান। বয়স্ক হলেও শারীরিকভাবে যথেষ্ঠ সক্ষম ছিলেন। তাই তাঁর গাছে উঠতে কোনও অসুবিধা হয়নি। গাছে উঠেই তিনি নিচে ঝাঁপ দেন। তাঁকে উদ্ধার করে সিউড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
স্মারক পুরস্কার প্রতিযোগিতা
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় "লীলা পুরস্কার, ২০১৪"–এর জন্য কোনো বাঙালী লেখিকার কাছ থেকে বাংলায় নিজস্ব প্রকাশিত রচনার চার কপি আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৭–র মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জমা দেওয়ার আহ্বান করছে।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বারভাঙ্গা ভবন, ৪র্থ তল, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা–৭০০ ০৭৩
অঞ্জন কুমার দাঁ
এস্টেট এ্যান্ড ট্রাস্ট অফিসার
সেনেট হাউস
১১ই জানুয়ারী, ২০১৭

এখনই অবসরের বয়স সুবিধা পাচ্ছেন না স্কুল শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি— অবসরের বয়স বাড়ার সুবিধা এখনই পাচ্ছেন না স্কুল শিক্ষকরা। গত ৭ তারিখে নেতাজি ইন্ডোরের সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপকদের অবসরের বয়স ৬০ থেকে ৬২ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই নতুন নিয়ম চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকেই লাগু হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। এরপরই মনে করা হয়েছিল যে স্কুল শিক্ষকদের অবসরের বয়সসীমা এখনই বাড়ানো হচ্ছে না। অর্থাৎ বর্তমান নিয়ম অনুসারে স্কুল শিক্ষকদের অবসরের বয়স ৬০ বছরই থাকছে। এবিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, এই মুহূর্তে রাজ্যের স্কুলগুলিতে শিক্ষক সঙ্কট মেটাতে ৭২ হাজার শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আগে সেই কাজই করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং প্রথমিক শিক্ষা সংসদ। তারপরেও যদি প্রয়োজন পড়ে তখন স্কুল শিক্ষকদের অবসরের বয়স বাড়ানোর বিষয়টি আলোচনা করে দেখা হতে পারে। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই ২০১৬ ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই রাজ্যের সব জেলাতেই প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ইন্টারভিউ পর্ব শেষ। এখন শুধু ফলপ্রকাশ ও নিয়োগপত্র হাতে পাওয়ার অপেক্ষা। অন্যদিকে আপার প্রাইমারিরও দুটি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু আদালতে বিচারধীন বিভিন্ন মামলার কারণে ঝুলে রয়েছে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া। মামলা সম্পূর্ণ হলেই সম্পন্ন হবে শিক্ষক নিযুক্তিকরণ।

আসানসোলে সাংসদ মেলার অনুমতি উচ্চ আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি— অবসান ঘটল টালবাহানার। অবশেষে জট কেটে সাংসদ মেলার অনুমতি দিল কলকাতা উচ্চ আদালত। বৃহস্পতিবার কলকাতা উচ্চ আদালতের বিচারপতি বিশ্বনাথ সমাদ্দারের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, আমরা কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না মেয়রের পদক্ষেপকে সমর্থন করার। আদালতে এই মামলার শুনানি চলাকালীন সরকারি আইনজীবীকে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'আসানসোলে এর আগে কি কোনও মেলা হয়নি? সেখানে শিল্পীরা আসেননি। তিনি মজা করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু এসব পছন্দ করেন না। এর উত্তরে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল লক্ষ্মী গুপ্ত বলেন, এই ধরনের মেলা হলে বহু মানুষের পদপিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।' যদিও বাবুলের আইনজীবী কিশোর দত্ত আদালতকে বলেন, 'আমরা শুধু মেলাটা করতে চাই। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেব বলেছি। তাহলে অন্তত অনুমতিটা দিক পুরনিগম।' এরপরও অবশ্য নিজের যুক্তিতে অনড় থাকেন রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল। এরপর বিচারপতি প্রশ্ন করেন, এই ধরনের মেলা হলে তো পুলিশই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? পুলিশের কী বক্তব্য? সাগরের জন্য পুলিশ যদি কম থাকে, তাহলে তো রাজ্যের অন্য কোথাও মেলা হওয়া উচিত নয়। ডিজি'কে রাজ্যজুড়ে কত মেলা চলছে, তার তথ্য জানাতে বলেন বিচারপতি। এরপর বিচারপতি বলেন, আমরা মেয়রের পদক্ষেপকে সমর্থন করার কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশকে মেলার দায়িত্বে থাকতে হবে। কোনও সমস্যা হলে মেলা কর্তৃপক্ষকে তা জানাতে হবে। এদিন বাবুলের আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল জানিয়েছেন, 'পুলিশকে আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কোনও সমস্যা হলে মেয়রকে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

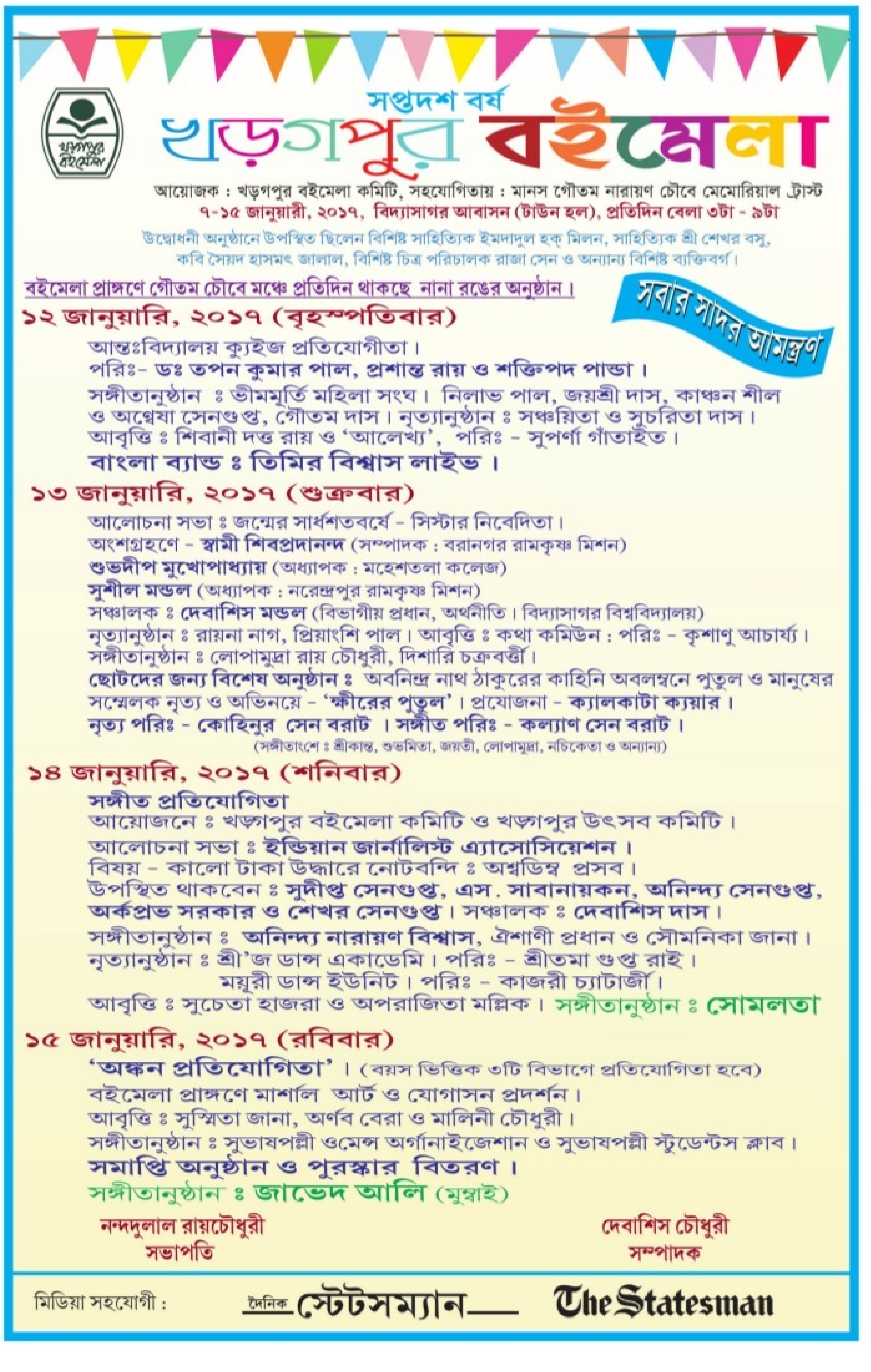

সপ্তদশ বর্ষ
খড়গপুর বইমেলা
আয়োজক : খড়গপুর বইমেলা কমিটি, সহযোগিতায় : মানস গৌতম নারায়ণ চৌবে মেমোরিয়াল ট্রাস্ট
৭-১৫ জানুয়ারী, ২০১৭, বিদ্যাসাগর আবাসন (টাউন হল), প্রতিদিন বেলা ৩টা - ৯টা
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইমদাদুল হক্ মিলন, সাহিত্যিক শ্রী শেখর বসু, কবি সৈয়দ হাসমৎ জালাল, বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক রাজা সেন ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।
বইমেলা প্রাঙ্গণে গৌতম চৌবে মঞ্চে প্রতিদিন থাকছে নানা রঙের অনুষ্ঠান।
সবার সাদর আমন্ত্রণ

১২ জানুয়ারি, ২০১৭ (বৃহস্পতিবার)
আন্তঃবিদ্যালয় ক্যুইজ প্রতিযোগীতা।
পরিঃ- ডঃ তপন কুমার পাল, প্রশান্ত রায় ও শক্তিপদ পান্ডা।
সঙ্গীতানুষ্ঠান ঃ ভীমমূর্তি মহিলা সংঘ। নিলাভ পাল, জয়শ্রী দাস, কাঞ্চন শীল ও অন্বেষা সেনগুপ্ত, গৌতম দাস। নৃত্যানুষ্ঠান ঃ সঞ্চয়িতা ও সুচরিতা দাস।
আবৃত্তি ঃ শিবানী দত্ত রায় ও 'আলেখ্য', পরিঃ - সুপর্ণা গাঁতাইত।
বাংলা ব্যান্ড ঃ তিমির বিশ্বাস লাইভ।

১৩ জানুয়ারি, ২০১৭ (শুক্রবার)
আলোচনা সভা ঃ জন্মের সার্ধশতবর্ষে - সিস্টার নিবেদিতা।
অংশগ্রহণে - স্বামী শিবপ্রদানন্দ (সম্পাদক : বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন)
শুভদীপ মুখোপাধ্যায় (অধ্যাপক : মহেশতলা কলেজ)
সুশীল মন্ডল (অধ্যাপক : নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন)
সঞ্চালক ঃ দেবাশিস মন্ডল (বিভাগীয় প্রধান, অর্থনীতি। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়)
নৃত্যানুষ্ঠান ঃ রায়না নাগ, প্রিয়াংশি পাল। আবৃত্তি ঃ কথা কমিউন : পরিঃ - কৃশাণু আচার্য্য।
সঙ্গীতানুষ্ঠান ঃ লোপামুদ্রা রায় চৌধুরী, দিশারি চক্রবর্ত্তী।
ছোটদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান ঃ অবনিন্দ্র নাথ ঠাকুরের কাহিনি অবলম্বনে পুতুল ও মানুষের সম্মেলক নৃত্য ও অভিনয়ে - 'ক্ষীরের পুতুল'। প্রযোজনা - ক্যালকাটা ক্যয়ার।
নৃত্য পরিঃ - কোহিনুর সেন বরাট। সঙ্গীত পরিঃ - কল্যাণ সেন বরাট।
(সঙ্গীতাংশে ঃ শ্রীকান্ত, শুভমিতা, জয়তী, লোপামুদ্রা, নচিকেতা ও অন্যান্য)

১৪ জানুয়ারি, ২০১৭ (শনিবার)
সঙ্গীত প্রতিযোগিতা
আয়োজনে ঃ খড়্গপুর বইমেলা কমিটি ও খড়্গপুর উৎসব কমিটি।
আলোচনা সভা ঃ ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এ্যাসোসিয়েশন।
বিষয় - কালো টাকা উদ্ধারে নোটবন্দি ঃ অশ্বডিম্ব প্রসব।
উপস্থিত থাকবেন ঃ সুদীপ্ত সেনগুপ্ত, এস. সাবানায়কন, অনিন্দ্য সেনগুপ্ত, অর্কপ্রভ সরকার ও শেখর সেনগুপ্ত। সঞ্চালক ঃ দেবাশিস দাস।
সঙ্গীতানুষ্ঠান ঃ অনিন্দ্য নারায়ণ বিশ্বাস, ঐশাণী প্রধান ও সৌমনিকা জানা।
নৃত্যানুষ্ঠান ঃ শ্রী'জ ডান্স একাডেমি। পরিঃ - শ্রীতমা গুপ্ত রাই।
ময়ূরী ডান্স ইউনিট। পরিঃ - কাজরী চ্যাটার্জী।
আবৃত্তি ঃ সুচেতা হাজরা ও অপরাজিতা মল্লিক। সঙ্গীতানুষ্ঠান ঃ সোমলতা

১৫ জানুয়ারি, ২০১৭ (রবিবার)
'অঙ্কন প্রতিযোগিতা'। (বয়স ভিত্তিক ৩টি বিভাগে প্রতিযোগিতা হবে)
বইমেলা প্রাঙ্গণে মার্শাল আর্ট ও যোগাসন প্রদর্শন।
আবৃত্তি ঃ সুস্মিতা জানা, অর্ণব বেরা ও মালিনী চৌধুরী।
সঙ্গীতানুষ্ঠান ঃ সুভাষপল্লী ওমেন্স অর্গানাইজেশান ও সুভাষপল্লী স্টুডেন্টস ক্লাব।
সমাপ্তি অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ।
সঙ্গীতানুষ্ঠান ঃ জাভেদ আলি (মুম্বাই)

নন্দদুলাল রায়চৌধুরী
সভাপতি

দেবাশিস চৌধুরী
সম্পাদক

মিডিয়া সহযোগী : দৈনিক স্টেটসম্যান The Statesman